بسم الله الرحمن الرحيم

উসামা মাহমুদ
আলকায়েদা উপমহাদেশের মুখপাত্র

আলকায়েদা উপমহাদেশ

প্রেস রিলিজ নং-৯
তারিখ- ১৯ রবিউল আওয়াল, ১৪৩৬ হিজরী
১০ জানুয়ারী, ২০১৫ ইং

ইমারাতে ইসলামীয়া আফগানিস্তানকে রক্ষার আহবান

উলামায়ে কেরাম এবং সম্মানিত দ্বীনদারদের প্রতি!

الحمد لله والصلواة والسلام على رسول الله. وبعد

আমেরিকা নিজের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সর্বাপেক্ষা বিধ্বংসী অস্ত্র-শস্ত্র এবং চল্লিশেরও অধিক দেশ সমূহের যৌথ শক্তি নিয়ে চৌদ্দ বছর পূর্বে আফগান্তিানের উপর হামলে পড়েছে। উদ্দেশ্য, ইসলামী রাষ্ট্রের বিলুপ্তি, জিহাদ এবং মুজাহিদদেরকে মূল থেকে উপড়ে ফেলা এবং কুফরী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও তার শিকড় মজবুত করা। এই যৌথ কুফরী শক্তির মুকাবেলায় আমীরুল মুমিনীনের নেতৃত্যে পাকিস্তানসহ আরব অনারবের মুজাহিদ ও তালেবানগণ শরীয়ত বাস্তবায়ন এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দাড়িয়ে গেলেন এবং মুজাহিদীন ও আফগান জাতি ত্যাগ ও কুরবানীর এক নযীরহীন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। মুজাহিদীনের দৃঢ়তা এবং আফগান জাতির জিহাদ ও দ্বীনের প্রতি ভালবাসার কারণে আল্লাহ তায়ালা তার বিশেষ সাহায্য দান করলেন। পৃথিবী দেখে নিল, আমেরিকা তার সমস্ত উপায় উপকরণ সত্ত্বেও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। সমস্ত জোট বাহিনী সংঘ ছাড়তে লাগল। আর এখন তো খোদ আমেরিকাও পালিয়ে বাঁচতে বাধ্য। আমেরিকা রণক্ষেত্রে তো পরাজিত হল, কিন্তু যে উদ্দেশ্য তার রণক্ষেত্রে অর্জিত হয়নি আজ পলায়নরত পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও সরকারের সাহায্যে তা অর্জিত হওয়া দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আমেরিকান সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাকিস্তানের সহযোগীতার প্রশংসায় প্রকাশ্যে বলছে, 'পাকিস্তান পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বহুগুণ বেশী এবং কার্যকরী সাহায্য করছে'। বিগত দিনগুলোর নিম্নোক্ত কয়েকটি ঘটনা যার বাস্তবতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে:

- উত্তর ওয়াজিরিস্তানে জুন, ২০১৪ থেকে পরিচালিত অপারেশন মূলত আমেরিকান অপারেশন। এ অপারেশন আমেরিকারই পরামর্শে, আমেরিকারই ডলারে এবং আমেরিকারই পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে। অপারেশনের লক্ষ্যবস্তু ঐ সকল মুহাজির ও আনসারগণ যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষে লড়ে যাচ্ছে।
- বিগত দিনগুলোতে পাকিস্তান পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিক পরিমাণে আমেরিকাকে ড্রোন হামলায় সহযোগিতা করেছে। যার ফলে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কয়েকজন মহান দায়িত্বশীলও শহীদ হয়েছেন।

- আমেরিকার চলে যাওয়ার পূর্ব মহূর্তে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে শহীদ করা ও গ্রেফতার করার ধারাবাহিকতা তীব্রতর করেছে। যার দৃষ্টান্ত হলো ওস্তাদ ইয়াসির, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আখন্দ, ডা. নাসিরউদ্দিন হাক্কানি, মাওলানা আব্দুল্লাহ জাকেরিসহ ইমারতে ইসলামীয়ার ডজনখানেক দায়িত্বশীলকে শহীদ করা।
- সাম্প্রতিক দিনগুলোতে আমেরিকার চলে যাওয়ার ঘোষণার সাথে সাথে নওয়াজ সরকার ও আশরাফ গনি সরকারের মাঝে উষ্ণ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং উভয় রাষ্ট্র মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যৌথ অপারেশন ও অন্যান্য পারস্পরিক সহযোগীতা বৃদ্ধি করেছে।
- আমেকিরকা ও আফগান নেতৃবৃন্দের পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টরে যৌথ অধিবেশন এবং উভয় পক্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দের মাঝে ঘন ঘন সাক্ষাৎ।
  এছাড়াও উভয় রাষ্ট্রের মাঝে প্রকাশ্যে গোয়েন্দা তথ্যাদি আদান-প্রদান ভয়ংকরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এই সকল সাহায্যের উদ্দেশ্য হলো মুজাহিদদের কুরবানীসমূহকে ব্যর্থ করে দেওয়া, আফগানিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করা এবং কুফরী শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি মজবুত করা। বর্তমানে যখন মুজাহিদদের কুরবানী সমূহের ফলাফল সন্নিকটে দেখা যাচ্ছে এবং এই পুরো অঞ্চলে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলেছে যা প্রতিটি মুসলমানের অন্তরের কামনা, তখন যদি আমরা পাকিস্তানি সরকার এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক এই সব কুরবানীসমূহ ব্যর্থ করে দেওয়ার অপরাধসমূহ দেখতে থাকি এবং নিরবে বসে বসে তামাশা দেখি, তাহলে এটা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। যার ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে গ্রেফতার হওয়ার আশংকা রয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আমরা পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরাম এবং দ্বীনদার শ্রেণির নিকট দরখাস্ত পেশ করছি যে, এখন ইমারতে ইসলামীয়া আফগনিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য লড়াই করা পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশি প্রয়োজন। একদিকে জনসাধারণের মাঝে এই রাষ্ট্রের গুরুত্ব এবং তার সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, অন্যদিকে কথা এবং কাজের মাধ্যমে জিহাদে অংশগ্রহণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে এই নিকৃষ্ট কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখাও সময়ের বড় দাবি। যেমনিভাবে পাকিস্তানে জিহাদের লক্ষ্য হলো এই অঞ্চল থেকে কুফরি শাসনব্যবস্থাকে দূরে নিক্ষেপ করে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করা। তেমনিভাবে ইমারতে ইসলামীয়া আফগানিস্তানকে রক্ষা করা ও তার ভিত্তি মজবুত করাও তার বড় লক্ষ।

ওলামায়ে কেরাম এবং দ্বীনের সম্মানিত দায়ীদের সামনে আমাদের আবেদন!

- পাকিস্তানি মুসলমানদের অন্তরে শরিয়তের ভালোবাসা এবং পাকিস্তানের বাতিল শাসনব্যবস্থার খারাপিসমূহ স্পষ্ট করে তার ব্যাপারে ঘৃনা সৃষ্টি করুন।
- সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ একটি ফরজ দায়িত্ব। এই ফরজ নিজেও আদায় করুন এবং জনসাধারণকেও এই ফরজ আদায়ের জন্য সুসংঘবদ্ধ করুন।
- শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য কার্যগত জিহাদে অংশগ্রহণ করার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
- ইমারতে ইসলামীয়া কর্তৃক শরীয়ত প্রতিষ্ঠার এই জিহাদ আফগান জাতি বরং পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য রহমত প্রমাণিত হয়েছে, এই জিহাদ আমাদের জন্য একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। আমীরুল মুমিনিন এবং ইমারতে ইসলামীয়ার এই পরিচয়টি পাকিস্তানি মুসলমানের মাঝে ব্যাপক করুন এবং তার প্রতিরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করুন।

আমরা এই বাস্তবতাও বলে দিতে চাই যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় দ্বীনকে বিজয়ী করবেনই। ইমারতে ইসলামীয়া প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বুকে নিয়ে অগণিত মুসলমান কোরবানি দিয়েছে, অগণিত বোনেরা বিধবা হয়েছে, বাচ্চারা ইয়াতীম হয়েছে, মুসলমানগণ গৃহহীন হয়েছে। এই মহান কোরবানিসমূহ কখনোই ব্যর্থ হবে না ইনশা আল্লাহ। যে সমস্ত লোকেরা ইমারতে ইসলামীয়া প্রতিষ্ঠা ও তার ভিত্তি মজবুত করার জন্য নিজেদের যোগ্যতা সমূহ ব্যবহার করে যাচ্ছেন, তারা এই জন্য ভাগ্যবান যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আল্লাহর কালিমার মর্যাদা উচু করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে আজ হোক কাল হোক ইমারমাতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত হবেই। চাই দ্বীনের এই দুশমনেরা চক্রান্ত ও প্রতারনার হাজারো জাল বিস্তার করুক না কেন।

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين

"আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহও কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী"।

ইমারতে ইসলামীয়ার প্রতিষ্ঠার পথে যতই প্রতিকুলতা থাকুক না কেন আল্লাহর এই দুশমনরা তাদের নিকৃষ্ট প্রচেষ্টার দ্বারা কখনো সফল হবে না ইনশা আল্লাহ। তারা এই দু'দিনের দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহে সীমালংঘন করার জন্য জুলুমের পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত, ইসলাম এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত কর্মকান্ড এবং প্রচেষ্টাসমূহকে আল্লাহ তায়ালা তাদের বিরুদ্ধেই প্রতিফলিত করেছেন। তারা নিশ্চিতই ধরে নিতে পারে যে, ইমারতে ইসলামীয়ার বিরুদ্ধে তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা স্বয়ং তাদেরই ইহলৌকিক ও পরলৌকিক ধ্বংসের ফলাফল বয়ে আনবে ইনশা আল্লাহ। এরকম হতভাগাদের ব্যাপারেই আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত বলেন-

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولائك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحآدون الله ورسوله أولائك في الاذلين كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز

"শয়তান এদের ওপর চেপে বসেছে এবং তাদেরকে আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে। এরাই শয়তানের দল। জেনে রেখ, নিশ্চয় শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত। নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তারা চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, 'আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব।' নিশ্চয় আল্লাহ মহা শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী"।

সবশেষে আমরা ওলামায়ে কেরাম, সম্মানিত দ্বীনদার ভাই ও বোন এবং মুজাহিদদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহর নিকট দোয়া করছি, 'আল্লাহ আপনাদের এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে স্বীয় দরবারে কবুল করে নিন। আপনাদের এক একটি আমল এবং এক একটি কথাকে পাকিস্তানে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা এবং আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামীয়া প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ় করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে কবুল করে তার জন্য মহা প্রতিদান দান করুন! আমীন!

وصلي الله تعالي عل خير خلقه محمد وعلي آله و صحبه وسلم

النصر
AN-NASR

ňŗÖŝŊŐŇŗť' - ĩ Ň-ŇŗŒÖ ŗÖŗl·ť'ŗ